যুগান্তর

তারিখ 23 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ছাত্রলীগ কর্মীসহ গ্রেফতার ২

আইইআর অনার্সের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল : তদন্ত কমিটি গঠন

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের (আইইআর) অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। শুক্রবার সকাল ১০টায় ওই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আগের রাতেই তা ফাঁস হয়ে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের হোতা সুমন ওরফে নলা সুমন ওরফে ফাঁস সুমনসহ দু'জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুমন এবং ঘটনার আরেক নায়ক টিটু ছাত্রলীগের কর্মী বলে জানা গেছে। তারা প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী। তাদের বিরুদ্ধে মেডিকেল ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, পিএসসি ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ পরীক্ষা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রশ্ন ফাঁস এবং জাল ফরম বিক্রি এমনকি ভর্তি ফরম সিরিয়াল মিলিয়ে বিক্রির অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে। সুমন এফ রহমান এবং টিটু সূর্যসেন হলের ছাত্র। তারা যথাক্রমে ম্যানেজমেন্ট এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। সারাদিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের নিয়ে শুক্রবার রাতে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় পুলিশ অভিযানে নামে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আর কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি বলে পুলিশ জানায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বশীল দুটি সূত্র জানিয়েছে, আরও বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ঘটনায় চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ। বিভাগের অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনকে প্রধান করে গঠিত কমিটিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে (আজই) রিপোর্ট দেয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে পরীক্ষা বাতিল করা হল। পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার শিক্ষার্থীর অংশ নেয়ার কথা ছিল। শুক্রবার ভোরে পরীক্ষা

ফাঁস : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ১

ফাঁস : ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিতে এসে তারা জানতে পারে 'অনিবার্য কারণে' পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তিতে পড়ে।

পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা প্রশ্নগুলো মূল প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। পরীক্ষা কমিটির প্রধান অধ্যাপক আবদুল মালেক জানান, আগের রাতেই তারা বিষয়টি জানতে পারেন। জানার পরই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটার দিকে এক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কেএম সাইফুল ইসলামকে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে অবহিত করেন। কিছুক্ষণ পর আরেকজন ছাত্র একইভাবে প্রক্টরকে বিষয়টি জানান। প্রক্টর তাদের দু'জনকে বাসায় যেতে বলেন। ওই দুই ছাত্র প্রক্টরকে বিস্তারিত জানান। প্রক্টর সঙ্গে সঙ্গে প্রক্টরিয়াল বডিকে ডেকে পাঠান। একই সঙ্গে তিনি উপাচার্য ও পুলিশকে অবহিত করেন। এরপর প্রক্টর ছাত্রদের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসকারী সিন্ডিকেট চক্রের সঙ্গে প্রশ্ন কেনার জন্য দরকষাকষি করেন। একটি প্রশ্নের কপির দর হাঁকা হয় ১ লাখ টাকা। দরকষাকষির এক পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করতে রাজি হয় সুমন ও টিটু। প্রথমে প্রশ্ন সংগ্রহের স্থান নির্ধারণ করা হয় ধানমণ্ডি মাঠ। সেখানে যাওয়ার পর চক্রটি কলাবাগান মাঠে যেতে বলে। সেখানে গিয়েও না পাওয়ার পর আবার যোগাযোগ করা হয়। এভাবে পাঁচটি স্থানে ঘুরানো শেষে দক্ষিণ নীলক্ষেত আবাসিক এলাকার গেটে যেতে বলে। তাদের কথা মতো একজন প্রশ্ন কিনতে যায় আর প্রক্টর পুলিশসহ অনুসরণ করতে থাকেন। এভাবে প্রশ্ন ফাঁসকারীদের কথা মতো ক্রেতা সেজে সুমনকে দক্ষিণ নীলক্ষেতের গেট থেকে ও টিটুকে এসএম হলের সামনে থেকে আটক করা হয়। পরে ওইসব প্রশ্ন সংরক্ষিত প্রশ্নের সঙ্গে মেলালে হুবহু মিলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান বলেন, 'সিন্ডিকেট চক্রকে আমরা আটক করেছি। তাদের হাতে পাওয়া প্রশ্নগুলো হুবহু মিলে গেছে।' তিনি বলেন, 'এ চক্রের সঙ্গে জড়িতদের খোঁজা হচ্ছে।'

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে সূর্যসেন হল, মুহসীন হল, স্যার এএফ রহমান হলসহ বিভিন্ন হলে পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন বিক্রির জন্য লোক গিয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে আসা এমন একজন ছাত্র নাম প্রকাশ না করে জানান, তিনি টাকার অভাবে প্রশ্ন কিনতে পারেননি। সূত্র জানিয়েছে, ইউনিএইড নামে একটি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমেও প্রশ্ন বিক্রির চেষ্টা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তথ্য পেয়ে পুলিশ মনির, মল্লিক, জহির নামে তিন ব্যক্তিকে খুঁজতে নেমেছে।

পুলিশ জানায়, প্রশ্ন বিক্রি করে চক্রটি একরাতেই অর্ধকোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা আরও জানিয়েছে, টাকার ভাগ-বাটোয়ারা দ্বন্দ্বের কারণে বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। প্রশ্ন ছাপাকারী প্রতিষ্ঠান কাঁটাবনের 'মাদার প্রিন্টার্সে'ও রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে কাউকে আটক করা হয়েছে কিনা তা এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। শাহবাগ থানা থেকে ডিউটি অফিসার শুধু এটুকু জানান, 'গ্রেফতারকৃত দু'জনকে নিয়ে পুলিশ অভিযানে নেমেছে। এসআই নাসিরের নেতৃত্বে ওই অভিযানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কেএম সাইফুল ইসলামও রয়েছেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে প্রশ্ন প্রণয়ন এবং মডারেশন শেষে পরীক্ষার আগের রাতে প্রেসে দায়িত্বপ্রাপ্তরা উপস্থিত থেকে ছাপিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে কোন প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ছাপানো হবে আর কারাই বা প্রশ্ন প্রণয়ন করছে— তা গোপন থাকে। কিন্তু ফাঁসকারীরা এ বিষয়গুলো কিভাবে নিশ্চিত হল, বিশেষ করে প্রেসটির নাম কিভাবে জানলো তা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, আইইআরের ভেতরেই রয়েছে সিন্ডিকেটের মূল। যারা বাইরে তথ্য ফাঁস করেছে। এরই ভিত্তিতে ফাঁসকারীরা প্রভাব বিস্তার এবং লোভনীয় অফার দিয়ে প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস করতে পারে। তবে আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, প্রেস নয় আইইআর থেকেই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এক্ষেত্রে এক প্রভাবশালী শিক্ষকের জড়িত থাকার ব্যাপারে তারা সংশয় প্রকাশ করেছেন।

সুমনের বাবা মোবারক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। তিনি প্রশাসনিক ভবনে পাম্প অপারেটর। সুমনের সঙ্গে দক্ষিণ নীলক্ষেত আবাসিক এলাকাভিত্তিক কর্মচারীদের আরও কয়েকজন সন্তানও রয়েছে। সে এফ রহমান হলের ছাত্র। তবে ছাত্রদলের আমলে হলে থাকত। পরে হল ছেড়ে দেয়, ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগদান করে। গ্রেফতারকৃত অপর ছাত্র টিটু সূর্যসেন হলে সভাপতি গ্রুপের কর্মী বলে জানা যায়।

তদন্ত কমিটি : এ ঘটনায় ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— অধ্যাপক কাজী আফরোজ, অধ্যাপক অহিদুজ্জামান ও সহযোগী অধ্যাপক ফজলুর রহমান। কমিটির সদস্য অধ্যাপক অহিদুজ্জামান বলেন, তদন্ত কমিটি বিকালে বৈঠক করে করণীয় নির্ধারণ করেছে। কমিটির কাজ চলছে। এছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। কাঁটাবনের মাদার প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়েছিল বলে প্রশাসনিকভাবে জানানো হয়েছে।

পরীক্ষা কমিটি : প্রসঙ্গত, ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক আবদুল মালেকসহ সাত সদস্যের একটি কমিটি প্রশ্ন প্রণয়ন করেছিল। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, সহযোগী অধ্যাপক দিবা হোসেন, প্রভাষক আহসান হাবীব, মুজিবুর রহমান ও মিতুল আনোয়ার। প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে কমিটির সদস্যদের প্রতিও সন্দেহের অঙ্গুলি নির্দেশিত হচ্ছে। তবে বেশি সন্দেহ করা হচ্ছে কমিটির বাইরে এক প্রভাবশালী শিক্ষককে। ওই শিক্ষকের সঙ্গে দলীয় ছাত্রদের ব্যাপক দহরম-মহরম রয়েছে। এরকম এক শিক্ষক তদন্ত কমিটিতে থাকায় তদন্ত সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকে।

৫ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা : স্থগিত নতুন পরীক্ষা ৫ ফেব্রুয়ারি নেয়া হবে। গতকালই নোটিশ বোর্ডে কর্তৃপক্ষ এ কথা জানিয়েছে।

ছাত্রদলের তীব্র নিন্দা : ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলিম এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। নেতৃদ্বয় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ক্যাম্পাস অশান্ত ও ছাত্রদলকে ক্যাম্পাস ছাড়া করতে অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে আমদানি করে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছেন। অন্যদিকে ভিসি ও সরকারের উচ্ছিষ্টভোগী কিছু জ্ঞানপাপী শিক্ষক ছাত্রলীগকে অবৈধ সুবিধা দিতে আইইআরের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করে। তারা ক্যাম্পাস অশান্ত এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়-দায়িত্ব নিয়ে অবিলম্বে ভিসির পদত্যাগ করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে অপকর্মে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান।